দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 15 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারিগরি শিক্ষার বেহাল অবস্থা

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎসই হচ্ছে জনশক্তি রফতানীর মাধ্যমে অর্জিত রেমিট্যান্স। এজন্য রফতানীযোগ্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দেশে কারিগরি বা ভোকেশনাল শিক্ষার অবস্থা খুবই নাজুক। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কারিগরি স্কুল গড়ে তোলার কথা বলছে। কিন্তু খোদ ঢাকা শহরে বিদ্যমান সরকারী-বেসরকারী কারিগরি ইনস্টিটিউটগুলোর সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার মান ও পরিবেশ হতাশাজনক। গতকাল একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, দেশে বিদ্যমান শতাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, ৯৮টি কৃষি ইনস্টিটিউট, ২১টি টেক্সটাইল এবং ১৬টি স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই সরকারী নীতিমালা না মেনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পেয়ে প্রকারান্তরে প্রতারিত হচ্ছে। লাখ টাকা খরচ করে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদান্তে শিক্ষার্থীরা নামসর্বস্ব সার্টিফিকেট নিয়ে ঘরে ফিরছে। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, সুপ্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক এবং উপযুক্ত সরঞ্জামাদি ছাড়াই শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত এসব কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা সার্টিফিকেটধারীরা চাকরির প্রতিযোগিতায় মার খাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অঙ্গীকারবদ্ধ। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শর্ত। সরকারের পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের সাথে দেশের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর বর্তমান অবস্থা মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একদিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো সরকারী নীতিমালা বা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি কর্মকর্তা নিয়োগপ্রাপ্তির পরও দেশের শতাধিক মাদ্রাসায় ট্রেডকোর্স চালুর সকল আয়োজন সত্ত্বেও দেড় বছরের অধিক সময় ধরে তাদের এমপিওভুক্তি ঝুলে আছে বলে এক খবরে বলা হয়েছে। এ আইডিবি'র সহযোগিতায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এসব প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও ট্রেডকোর্স চালুর উপযুক্ত সরঞ্জাম, কম্পিউটার, অডিওভিজুয়াল সিস্টেমসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পরও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা না দেয়ার খবর বিস্ময়কর ও দুঃখজনক।

কারিগরি প্রশিক্ষণ একটি প্রযুক্তিনির্ভর হাতে-কলমের শিক্ষা। উপযুক্ত প্রশিক্ষক, সর্বাধুনিক সরঞ্জাম, সুপরিসর ক্যাম্পাস ও শ্রেণীকক্ষ সুবিধা ছাড়া যেনতেন প্রকারে পরিচালিত ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোকে সরকারী নীতিমালা মানতে বাধ্য করতে হবে। ঢাকাসহ সারা দেশে সরকারী ও অনুমোদনপ্রাপ্ত শত শত ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, কারিগরি স্কুল থাকার পরও এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীরা কর্মসংস্থানের উপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় বিদেশে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী ও রিক্রুটিং এজেন্সীগুলো বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এসব প্রতিষ্ঠান বিদেশী কোম্পানীর জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নানা সেক্টরের উপযোগী জনশক্তি তৈরী করে বিদেশে পাঠালেও এদেরও কর্মকাণ্ড নিয়েও নানা রকম প্রশ্ন রয়েছে। বিদেশে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অধিকসংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করে সরাসরি বিদেশে নিয়োগের নামে বাণিজ্য ও হয়রানি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কারিগরি স্কুল ও কলেজগুলো সরকারী নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষক, উন্নত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য ও প্রতারণা বন্ধ করা জরুরী। সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে কারিগরি প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন এবং যুগোপযোগী দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে পারলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠবে। অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিকের স্থলে নানা ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক পাঠানো হলে আমাদের বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি দ্বিগুণ করা সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর কথা বিবেচনা করে এবং দেশীয় রফতানীমুখী শিল্পের জন্য উপযুক্ত দক্ষ শ্রমিকশ্রেণী গড়ে তোলার পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরী।